মাযহাব

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস

অনুবাদ

জিয়াউর রহমান মুন্সী

শরয়ি সম্পাদনা

ড. মোহাম্মাদ মানজুরে ইলাহী

সম্পাদনা

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

SEAN PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা ১১

মুখবন্ধ ১৩

ইংরেজি তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা ১৫
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ১৭

ফিকহ ও শরিয়াহ ২১

ফিকহের ক্রমবিকাশ ২৩

প্রথম পর্যায়: ভিত্তি ২৫

আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ২৫
কুরআনের সাধারণ বিষয়বস্তু ২৮
কুরআনে আলোচিত আইনসংক্রান্ত বিষয় ৩২
কুরআনে আইন প্রণয়নের ভিত্তি ৩৩
ইসলামি আইনের উৎস ৫১
অধ্যায় সারাংশ ৫৯

দ্বিতীয় পর্যায়: প্রতিষ্ঠা ৬১

সমস্যা সমাধানে ন্যায়নিষ্ঠ চার খলিফার পদ্ধতি ৬২
ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাহাবিদের ইজতিহাদ ৬২
দলাদলির অনুপস্থিতি ৬৪
এ-যুগের ফিকহের বৈশিষ্ট্য ৬৫
অধ্যায় সারাংশ ৬৭

তৃতীয় পর্যায়: নির্মাণ ৬৯

ফিকহশাস্ত্রের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো ৭০
উমাইয়া যুগের ফিকহের বৈশিষ্ট্য ৭৩
মতবিরোধের কারণ ৭৪
ফিকহ সংকলন ৭৫
অধ্যায় সারাংশ ৭৬

চতুর্থ পর্যায়: বিকাশ ৭৯

ফিকহশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ৭৯
মহান ইমামদের যুগ ৮০
আলিমদের পরবর্তী প্রজন্ম ৮৪
ইসলামি আইনের উৎস ৮৭
অধ্যায় সারাংশ ৯০

ইসলামি আইনের বিভিন্ন মাযহাব ৯১

হানাফি মাযহাব ৯৩
আওযায়ি মাযহাব ৯৮
মালিকি মাযহাব ৯৯
যাইদি মাযহাব ১০৫
লাইসি মাযহাব ১০৯
সাওরি মাযহাব ১১১
শাফিয়ি মাযহাব ১১২
হাম্বলি মাযহাব ১১৬
জাহিরি মাযহাব ১১৯
জারিরি মাযহাব ১২২
অধ্যায় সারাংশ ১২২

মতপার্থক্যের নেপথ্য-কারণ ১২৫

১. শব্দার্থ ১২৫
২. হাদিসের বর্ণনা ১৩০
অধ্যায় সারাংশ ১৩৫

পঞ্চম পর্যায়: সুসংহতকরণ ১৩৭

চার মাযহাব ১৩৭
ফিকহ সংকলন ১৩৯
অধ্যায় সারাংশ ১৪০

ষষ্ঠ পর্যায়: বন্ধ্যত্ব ও অবনতি ১৪১

তাকলিদ-এর উত্থান ১৪২
তাকলিদ-এর কারণগুলো ১৪৩
ফিকহ সংকলন ১৪৫
সংস্কারক ১৪৭
অধ্যায় সারাংশ ১৫৩

ইমাম ও তাকলিদ ১৫৫

ইমাম আবু হানিফা নুমান ইবনু সাবিত ﵀ ১৫৭
ইমাম মালিক ইবনু আনাস ﵀ ১৫৯
ইমাম শাফিয়ি ﵀ ১৬১
ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﵀ ১৬২
মহান ইমামদের ছাত্রবৃন্দ ১৬৪
মন্তব্য ১৬৪
অধ্যায় সারাংশ ১৬৭

উম্মাহর মধ্যে মতপার্থক্য ১৬৯

সাহাবিদের মধ্যে মতপার্থক্য ১৭৬
অধ্যায় সারাংশ ১৮০

উপসংহার ১৮৩

প্রস্তাবিত পদক্ষেপ ১৮৫
বহুমুখী ও বিপরীতমুখী মতপার্থক্য ১৮৬
পরিশিষ্ট ১৮৯
শব্দ বিশ্লেষণ ১৯৭
গ্রন্থপঞ্জি ২০৪

সম্পাদকের কথা

মসজিদের শহর ঢাকা। যেখানে শৈশব কেটেছে, সেখানে পাঁচ থেকে ছটি আজান শোনা যেত। এরপরও আমরা সাত মিনিট হেঁটে দূরের একটি মসজিদে যেতাম সালাতের জন্য। কারণ মসজিদটি ছিল আমার নিজ মাযহাবের।

ছোটবেলার স্মৃতি হাতড়ে বেড়ালে তাওহিদ শব্দটি আসে না, আসে মাযহাব শব্দটা। তাওহিদের প্রকারভেদ শেখার আগে আমরা শিখেছি বিভিন্ন মাযহাবের নাম; কিন্তু তারপরও মাযহাব ব্যাপারটা খোলাসা হয়নি কোনো দিনও। কেউ বলত—আমরা কোনো মাযহাবই মানি না। কেউ বলত—একটি মাযহাবই মানতে হবে। কারও ভাষ্য—আমরা শুধু কুরআন-হাদিস মানি, বাকি সব বাদ। এ-কথা শুনে স্কুলের বন্ধু বলল—আমরা কি তাহলে কুরআন-হাদিস মানি না?

আমাদের এলাকার আল-আমিন মসজিদ নিয়ে মিথ ছিল—এটা শিয়াদের মসজিদ; অথচ শিয়া মসজিদ নামে একটা মসজিদ ছিল কাছেই। কেউ বলত কাদিয়ানিদের মসজিদ। আহলে হাদিস কথাটা এতই ব্রাত্য ছিল! মিছিল এসেছে মসজিদ ভেঙে দেবে বলে এমন স্মৃতিও আছে মনে। কাছেই একটা মসজিদের মাইক কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, সেটাও স্মৃতিপটে আছে। অমুসলিমদের নয়, আমরা শত্রু মনে করতাম একদল মুসলিমদেরকে। তাদের শত্রুভাবাপন্নতা দেখতেও পেতাম।

তবে সমস্যাটা এক তরফা ছিল না। হানাফিদের পেছনে সলাত হয় না—এমন ফাতোয়া চাওয়া হতো। দেওয়াও হতো। হানাফিদের কেউ আহলে হাদিস মসজিদে এসে পড়লে তেড়েফুঁড়ে যাওয়া হতো। আমলের সুন্নাহকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে হারিয়ে যেত আদবের সুন্নাহ।

বড় হয়ে বুঝেছি, মসজিদ ইট-বালু-সিমেন্ট-রডে তৈরি; আহলে হাদিসেরও নয়, হানাফিরও নয়—আল্লাহর ঘর। বুঝেছি, মাযহাবকে কেন্দ্র করে বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়ির এ-সংঘাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি আমরা। বঞ্চিত থেকেছি দীনের প্রকৃত জ্ঞান থেকে। নাস্তিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদের মতো সমকালীন সমস্যাগুলোর জন্য আমরা তৈরি হইনি। মুসলিম বাংলাদেশিদের একটা বিশাল প্রজন্ম আল্লাহকে না চিনে বড় হয়েছে; জেনেছে ইসলাম মানেই কাদা ছোড়াছুড়ি।

আমরা মুসলিমরা মানুষের মাঝে সংঘাত চাই না। মানুষকে আমরা ঐক্যের দিকে ডাকি, আল্লাহর এককত্বের দিকে আহ্বান করি। সেই আমরাই যদি মতভিন্নতাকে ঘিরে অনৈক্য আর হানাহানি সৃষ্টি করি, তবে বিচার দিবসে আমাদের জবাব দিতে হবে, শাস্তি পেতে হবে—নিশ্চিত। মাযহাবকে কেন্দ্র করে অজ্ঞতার যে-বিশাল ধোঁয়াশা সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সেটাকে আমরা জ্ঞানপবনে দূর করতে চাই। *মাযহাব: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ* বইটি একটি পরিকল্পিত জ্ঞানবিপ্লবের অংশ।

বইটি ফিকহশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, ইতিহাস এবং প্রয়োগের অনেক অজানা-আঁধারে আলোকপাত করেছে। বইটি মুসলিম জাতির মেরুদণ্ড: বিখ্যাত আলিম ও ইমামদের অমর কাজ এবং কার্যপদ্ধতির কথা বলেছে। ফিকহ নামক বিজ্ঞানের অকপট আলোচনাটা জানলে আমরা মাযহাব অনুসরণ বা বর্জনকেন্দ্রিক প্রান্তিকতায় যেতাম না। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কারণেই বইটি প্রত্যেক বাঙালি মুসলিমের অবশ্যপাঠ্য।

আমাদের প্রচেষ্টা মানুষকে একতাবদ্ধ করার। সে-সংগ্রামে এ-বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। আল্লাহ যেন আমাদের প্রচেষ্টাটি কবুল করে নেন। তিনি যেন এ-বইয়ের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের সংলগ্নতার উত্তম প্রতিদান দেন। তিনি যেন এ-বইয়ের পাঠকের হৃদয় খুলে বইয়ের বক্তব্য বোঝা ও মানার তাওফিক দেন। আমিন।

শরীফ আবু হায়াত
ম্যানেজার, সিয়ান পাবলিকেশন

মুখবন্ধ

মানুষের জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের আইনি বিধান বর্ণনাই হলো ইসলামি ফিকহশাস্ত্রের উপজীব্য বিষয়। তাই আল-ফিকহুল ইসলামি মূলত ইসলামি আইনের পূর্ণাঙ্গ সংকলন। এ-জন্য মুসলিম জীবনে ফিকহ-সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন যে, একটি জাতি তার সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও পার্থিব উন্নতির ক্ষেত্রে যত উন্নতির সোপানেই আরোহণ করুক-না কেন, যদি সে-জাতির মধ্যে আইনের অনুশাসন না থাকে এবং আইনি মূলনীতি বলে কোনো জিনিস না থাকে; যা তাদের সকল আচরণ, মুআমিলা ও চুক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবে; যার ওপর ভিত্তি করে তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল বিশৃঙ্খলা দূর করবে, তাহলে তার পতন ত্বরান্বিত হতে বাধ্য। কারণ আইনি মূলনীতির অনুসরণ ও আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠাই একটি জাতিকে পুরোপুরি সমৃদ্ধ ও উন্নত করে। রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিগণ (আল্লাহ তাদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) এবং তাদের অনুসারী ইসলামের ইমামগণ ও নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ যুগে সেটিই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।

আল-ফিকহুল ইসলামি ওহি-নির্ভর একটি আইনি ব্যবস্থাপনা। কুরআন ও সুন্নাহ হলো ফিকহের মূল উৎস। এ-দুটি উৎসের মূলনীতির আলোকে ইজতিহাদ ও গবেষণার মাধ্যমে ফিকহশাস্ত্র যুগে যুগে উদ্ভূত সকল নতুন সমস্যারও সমাধান দিয়েছে এবং প্রমাণ করেছে যে, ইসলামি আইন চির আধুনিক, গতিময় ও সকল যুগের সাথেই সংগতিপূর্ণ। ইসলামের অন্যান্য শাখার মতই ইসলামি ফিকহের রয়েছে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ইতিহাস। এমন সুন্দর অবদান যে-ফিকহের, তার ইতিহাস জানার আগ্রহ ও স্পৃহা কার না আছে!

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্‌স রচিত *মাযহাব: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ* শীর্ষক বইটি পাঠকদের সে-আগ্রহ ও স্পৃহা মেটানোর উদ্দেশ্যেই রচিত; যদিও

এ-বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকেই কমবেশি লেখা জ্ঞানের ভুবনে আমরা পাই, তবুও এ-বিষয়ে আধুনিক অনেক জিজ্ঞাসা আমাদেরকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। এসব প্রশ্নের চমৎকার সন্তোষজনক জবাব আমরা এ-বইয়ে পাই।

ইসলামি আইন ও ফিকহের ধারাবাহিক বিকাশ ও বিভিন্ন যুগে ফিকহি ইজতিহাদের ইতিহাস এতে যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনই ইসলামি আইনবিষয়ক গবেষণার এ-ধারাবাহিকতায় কীভাবে বিভিন্ন মত ও মাযহাবগুলো তৈরি হলো, কেন তৈরি হলো, কীভাবে ইসলামি সমাজ তা থেকে উপকৃত হলো কিংবা কখন মাযহাবি কোন্দলের বিভেদে সম্পৃক্ত হলো—সেটিও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি মুসলিম স্কলার ও সাধারণ শিক্ষিত সকল মুসলিমের এ-ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলোও তিনি চিহ্নিত করেছেন অত্যন্ত সফলভাবে; যাতে ইতিহাসকে সামনে রেখে উম্মাহর ঐক্যের ব্যাপারে তারা নিজেদের কর্মপন্থা স্থির করতে পারেন এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে ধৈর্যের সাথে বিভেদ ও হানাহানি ত্যাগ করে আদর্শ মুসলিম সমাজ বিনির্মাণ করতে পারেন।

লেখক নিজেই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, বিভিন্ন মাযহাব ও মতের অনুসারী আজকের মুসলিমগণ যদি এরকম মহৎ উপলব্ধি নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন, তা হলে বর্তমানে বিরাজমান নানা মতানৈক্য ও বিভেদ সত্ত্বেও সবাই মিলে একপ্রাণ ও এক দেহ হয়ে কাজ করা সম্ভব। এভাবে এ-চমৎকার বইটি বিভেদ ও মাযহাবি কোন্দলমুক্ত পরিবেশে জ্ঞান সাধনার একটি তাত্ত্বিক রূপরেখা যেমন পেশ করেছে, তেমনই ইসলামি পরিবেশে সফল সামাজিক কাজের একটি আদর্শিক ভিত্তিও তৈরি করে দিয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামি জ্ঞান সাধনার জগতে এ-বই অত্যন্ত চমৎকার ও অতুলনীয় সংযোজন। আশা করি বইটির ক্ষুরধার বক্তব্য, প্রাঞ্জল উপস্থাপন ও ফিকহি ইতিহাসের অনুপম বিশ্লেষণ আমাদের পাঠকসমাজে ব্যাপক সাড়া ফেলবে। আল্লাহ বইটিকে কবুল করুন এবং এর লেখককে জাযায়ে খাইর ও হায়াতে তাইয়েবা দান করুন।

ড. মুহাম্মাদ মানজুরে ইলাহী,
হেড অফ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটি

সূচনা

ফিকহ ও শরিয়া

ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস বুঝতে হলে প্রথমেই 'ফিকহ' ও 'শারিআহ' শব্দ দুটির অর্থ জানা প্রয়োজন। ফিকহ শব্দের সরল অনুবাদ হলো ইসলামি আইনকানুন (Islamic law)। 'শারিআহ' শব্দটিরও প্রায় একই অর্থ করা হয়; তবে আরবি ভাষাবিদ কিংবা বিশেষজ্ঞ আলিম—কারও কাছেই শব্দ দুটি সর্মাথক নয়।

ফিকহ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো—কোনো বিষয়ে সঠিক ও গভীর উপলব্ধি। নবি ﷺ একটি হাদিসে এই অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন:

আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দীনের 'ফিকহ' (সঠিক উপলব্ধি) দানকরেন।[১]

পারিভাষিকভাবে ফিকহ বলতে কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন প্রমাণ থেকে মাসআলা ইসতিম্বাত তথা আইনকানুন বের করে আনার নীতিকে বোঝায়; ব্যাপক অর্থে কুরআন সুন্নাহর আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বা আইন সমষ্টিকেও ফিকহ বলা হয়। অন্যদিকে 'শারিআহ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো—এমন একটি পানির আধার; যেখানে প্রতিদিন বিভিন্ন প্রাণী পানি পান করার জন্য ভিড় করে। এর আরেকটি অর্থ হলো সরল-সঠিক পথ। যেমনটি কুরআনে আছে,

[১] মুয়াবিয়া ﷺ থেকে বর্ণিত এই হাদিসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম বুখারি; খণ্ড ৪, পৃ. ২২৩-২২৪, হাদিস: ৩৪৬; সহিহ মুসলিম [আবদুল হামিদ সিদ্দিকির ইংরেজি অনুবাদ, বৈরুত: দারুল-আরাবিয়া, খণ্ড ৩, পৃ. ১০৬১, হাদিস: ৪৭২০;] ইমাম তিরমিজি ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও হাদিসটি সংকলন করেছেন।

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

তারপর আমরা তোমাকে একটি শরিয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব, তুমি তা অনুসরণ করো। আর যারা জানে না, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। [আল-কুরআন ৪৫: ১৮]

ইসলামি পরিভাষায় এ-শব্দটি দ্বারা ইসলামের সব বিধানকে বোঝায়, যা নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল-কুরআন ও নবি ﷺ-এর জীবনাদর্শ তথা সুন্নাহর মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে।[১]

পার্থক্য:

উল্লিখিত সংজ্ঞা দুটি থেকে নিম্নোক্ত তিনটি পার্থক্য বেরিয়ে আসে:—

১. শরিয়া হলো কুরআন কিংবা হাদিসে উল্লেখিত সামগ্রিক বিধান। অন্যদিকে ফিকহ হলো নির্ধারিত বিষয়ে শরিয়া হতে উদ্ভাবিত আইনকানুন।

২. ইসলামি শরিয়া সুনির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয়। অন্যদিকে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে ফিকহের অনেক বিধান পরিবর্তিত হয়।

৩. অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরিয়াতে ব্যাপক ও সার্বজনীন মৌলিক নীতিগুলো দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ফিকহের আইনগুলো সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ শরিয়ার কোনো বিধানকে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রেক্ষাপটে ঠিক কীভাবে প্রয়োগ করা হবে—তার বিস্তৃত বিবরণ হলো ফিকহ।

দ্রষ্টব্য:

১. ফিকহশাস্ত্রের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের ওপর লিখিত এ-বইয়ে 'ইসলামি আইন' পরিভাষাটি ফিকহি ও শরয়ি—উভয় আইনকে বোঝাতেই ব্যবহৃত হবে। তবে, পার্থক্য করার প্রয়োজন পড়লে ফিকহ অথবা ফিকহি আইন এবং শরিয়া কিংবা শরিয়ার আইন পরিভাষাটি ব্যবহার করা হবে।

২. এ-বইয়ে ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলোর একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে বইয়ের

[১] মুহাম্মাদ সা'লাবি, আল-মাদখাল ফিত-তারিফ বিল-ফিকহ আল-ইসলামি (বৈরুত, দার আন-নাদওয়াতিল আরাবিয়্যাহ, ১৯৬৯), পৃ. ২৮।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পর্যায়: ভিত্তি

ফিকহশাস্ত্র ক্রমবিকাশের প্রথম পর্যায়ের ব্যাপ্তি হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর পুরো নবুয়ত কাল (৬০৯–৬৩২ খ্রি.) জুড়ে। এ-সময়ে ইসলামি আইনের একমাত্র উৎস ছিল ওহি; অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআনে আছে ইসলামি জীবনপদ্ধতির মূলনীতি, আর নবি ﷺ-এর প্রাত্যহিক জীবন হলো সেই নীতিগুলোর বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও বাস্তব প্রতিচ্ছবি।[১]

আইন প্রণয়ন-পদ্ধতি

৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়তের শুরু থেকে ১১ হিজরিতে (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত, প্রায় ২৩ বছর ধরে কুরআনের আয়াতগুলো পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি ও তাঁর সাহাবিগণ মক্কা ও মদিনায় যে-সকল সমস্যার সম্মুখীন হতেন, সেগুলোর সমাধানে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত অবতীর্ণ হতো। কুরআনের কিছু আয়াতে মুসলিম ও অমুসলিমদের উত্থাপিত কিছু প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া হয়েছে। এরকম আয়াতের অনেকগুলো শুরু হয়েছে—'তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে'—এ-ধরনের বাচনভঙ্গি দিয়ে। যেমন:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ...

তারা তোমাকে হারাম মাসে যুদ্ধ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও:

[১] *আল-মাদখাল*: ৫০।

এ-মাসে যুদ্ধ করা অত্যন্ত খারাপ কাজ। কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে লোকদের বিরত রাখা, আল্লাহকে অবিশ্বাস করা, মসজিদে হারামে যেতে বাধা দেওয়া এবং হারামের অধিবাসীদের সেখান থেকে বের করে দেওয়া আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বেশি গর্হিত কাজ... [আল-কুরআন ০২: ২১৭]

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ

তারা তোমাকে মদ ও জুয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, ওই দুটির মধ্যে অনেক বড় ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে; যদিও মানুষের জন্য তাতে কিছু উপকারিতাও আছে, কিন্তু তার উপকারিতার চেয়ে অপকারিতা অনেক বেশি...। [আল-কুরআন ০২: ২১৯]

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ

তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে ঋতুস্রাব সম্পর্কে। বলে দাও, সেটি একটি কষ্টদায়ক (অশুচিকর) অবস্থা। অতএব, এ-সময় স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো...। [আল-কুরআন ০২: ২২২]

নবি ﷺ-এর যুগে সংঘটিত বিশেষ কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের বেশ কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। সাহাবি হিলাল ইবনু উমাইয়ার ঘটনাটি এমনই একটি উদাহরণ। তিনি নবির কাছে নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। নবি ﷺ তখন তাকে বলেন,

তোমাকে প্রমাণ (অর্থাৎ আরও তিনজন সাক্ষী) আনতে হবে, নতুবা তোমাকে (অপবাদ আরোপের) নির্দিষ্ট শাস্তি (আশিটি বেত্রাঘাত) ভোগ করতে হবে।

হিলাল ﷺ বললেন: 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের কেউ যদি অন্য পুরুষকে তার স্ত্রীর ওপর দেখে, তাহলে কি সে সাক্ষী খুঁজতে যাবে?'

কিন্তু নবি ﷺ প্রমাণ আনার দাবিরই পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন। এরপর জিবরিল ﷺ নিম্নোক্ত ওহি নিয়ে অবতীর্ণ হলেন।[১]

[১] *সহিহ বুখারি*: ৬/২৪৫–২৪৬, হাদিস: ২৭১।

গ্রন্থপঞ্জি

আয-যাহাবি, মুহাম্মাদ হুসাইন, *আশ-শারিআহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, (মিশর: দার আল- কুতুব আল-হাদিসাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৮)।

আত-তুর্কি, আবদুল্লাহ আবদুল-মুহসিন, *আসবাব ইখতিলাফ আল-ফুকাহা*, (রিয়াদ: আস-সাআদাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৪)।

আদ-দাহ্লাউই, ওয়ালীউল্লাহ, *আল-ইনসাফ ফি বায়ান আসবাব আল-ইখতিলাফ*, (বৈরুত: দার আন-নাফাইস, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৮)।

আন-নাওয়াউই, ইয়াহ্ইয়া ইবনু শারাফ আদ-দীন, *আল-মাজমু শার্হ আল-মুহাজ্জাব*, (কায়রো: ইদারাহ আত-তাবাআহ আল-মুনীরিয়্যাহ, ১৯২৫)।

আবু যাহরাহ, মুহাম্মাদ, *তারিখ আল-মাযাহিব আল-ইসলামিয়্যাহ*, (কায়রো: দার আল-ফিক্র আল-আরাবি)।

আল-আজামি, মুস্তাফা, *সহিহ ইবনু খুযাইমাহ*, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৮)

আল-আলবানি, মুহাম্মাদ নাসারিুদ্দীন, *জয়িফ আল-জামি আস-সাগির*, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৭৯)

———, ইরওয়া আল-গালিল, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৯)

———, *সহিহ সুনানু আবু দাউদ*, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮)

———, *সিফাতু সালাত আন-নাবি*, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি,

৯ম সংস্করণ, ১৯৭২)

———, *সিলসিলাহ আহাদিস আদ-দাঈফাহ ওয়াল-মাওদুআহ,* (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭২)

আল-কাত্তান, মান্না, *মাবাহিস ফি উলূম আল-কুরআন,* (রিয়াদ: মাকতাব আল-মাআরিফ, ৮ম সংস্করণ, ১৯৮১)।

———, *আত-তাশরি ওয়াল ফিকহ ফিল-ইসলাম,* (মিশর: মাকতাব ওয়াহবাহ, মাতবাআহ তাকদ্দাম, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৬)।

খাতিব বাগদাদি, আহমাদ ইবনু আলি, *আল-কিফায়াহ ফি ইলম আর-রিওয়ায়াহ,* (কায়রো: দার আল-কুতুব আল-হাদিসাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭২)।

আল-জাবুরি, আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ, *ফিকহ আল-ইমাম আল-আওযায়ি,* (বাগদাদ, ইরাক: মাতবাআতুল ইরশাদ, ১৯৭৭)।

আল-ফুলানি, সালিহ ইবনু মুহাম্মাদ, *ঈকাজ হিমাম উলিল-আবসার লিল-ইকতিদা বি সায়্যিদি আল-মুহাজিরিন ওয়াল-আনসার,* (কায়রো: আল মুনীরিয়্যাহ প্রেস, ১৯৩৫)।

আশ-শাকআহ, মুস্তাফা, *আল-আইম্মাহ আল-আরবাআহ,* (কায়রো: দার আল-কিতাব আল-মিসারি, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৯)।

———, *আল-ফাওয়াইদ আল-মাজমুআহ,* (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ২য় সংস্করণ, ১৯৭২)।

আশ-শাওকানি, মুহাম্মাদ ইবনু আলি, *নাইল আল-আওতার,* (মিশর: আল হালাবী প্রেস, ১ম সংস্করণ)।

ইবনু আবিদিন, মুহাম্মাদ ফাহিম, হাশিয়াহ ইবনু আবিদিন, (কায়রো: আল মুনিরিয়্যাহ প্রেস, ১৮৩৩-১৯০০)।

ইবনু আবদিল-বার্‌র, ইউসুফ ইবনু উমার, *জামি বায়ান আল-ইল্‌ম,* (কায়রো: আল মুনিরিয়্যাহ প্রেস, ১৯২৭)।

———, *আল-ইন্তিকা ফি ফাদাইলিস্‌ সলাসাতিল আয়িম্মাতিল ফুকাহা,* (কায়রো: মাকতাবুল কুদসি, ১৯৩১)।

ইবনু আসাকির, আলি ইবনু আল-হারান, *তারিখ দিমাশ্ক আল-কাবির*, (দামেশক: রওদাতুশ শাম, ১৯১১-১৯৩২)।

ইবনু আবি ইয্য, *শরহু আকিদাতিত্ তাহাবি*, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ১ম সংস্করণ, ১৯৭২)।

ইবনু আবি হাতিম, আব্দুর-রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ, *আল-জার্হ ওয়াত-তাদিল*, (হায়দ্রাবাদ, ভারত: মাজলিসু দাইরাহ মাআরিফি আল-উসমানিয়া: ১৯৫২)।

ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবনু আবি বাক্র, *ইলাম আল-মুকিঈন*, (মিশর: আল-হাজ্জ আবদুস-সালাম প্রেস, ১৯৮৮)।

ইবনুল জাওযি, আবদুর-রাহমান ইবনুল জাওযি, *মানাকিব আল-ইমাম আহমাদ ইবনু হানবাল*, (বৈরুত: দারুল আফাক আল-জাদিদাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৯৭৭)।

ইবনু ইরাক, আলি, *তানযিহ আশ-শারিআহ আল-মারফুআহ*, (বৈরুত, আল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৯)।

ইবনু তাইমিয়া, আহমাদ ইবনু আবদুল-হালিম, *রাফউল-মালাম আন-আল আইম্মাহ আল-আলাম*, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭০)।

ইবনু মুঈন, ইয়াহইয়া, আত-তারিখ, (মাক্কাহ: কিং আবদুল-আযিয ইউনিভার্সিটি, ১৯৭৯)।

ইবনু রুশদ, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ, *বিদায়াহ আল-মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াহ আল-মুকতাসাদি*, (মিশর: আল মাকতাবাহ আত-তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা)।

কাদরি, আনওয়ার আহমাদ, *ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স ইন দ্যা মডার্ন ওয়ার্ল্ড*, (লাহোর, পাকিস্তান: আশরাফ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৩)।

ক্রেমার্স, জে এইচ এন্ড বিল, এইচ এ আর, *শর্টার এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম*, (ইথাকা, নিউ ইয়র্ক: কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৩)।

খোমিনি, আয়াতুল্লাহ, *আল হুকূমাহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, (তেহরান, ১৯৬৯),

আরবি সংস্করণ।

বেক, মুহাম্মাদ আল-খিদারি, *তারিখ তাশরি আল-ইসলামি*, (কায়রো: আল মাকতাবাহ আত-তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, ১৯৬০)।

মুসা, মুহাম্মাদ ইউসুফ, *মুহাদারাত ফি তারিখ আল-ফিকহ আল-ইসলামি*, (কায়রো: দার আল-কুতুব আল-আরাবি, ১৯৫৫)।

রাহীমুদ্দীন, মুহাম্মাদ, *ট্র্যান্সলেশন অব আল-মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, (নিউ দিল্লি: কিতাব ভবন, ১ম সংস্করণ, ১৯৮১)।

শালাবি, মুহাম্মাদ মুস্তাফা, *উসুল আল-ফিকহ আল-ইসলামি*, (বৈরুত: লেবানন: দার আন-নাহদাহ আল-আরাবিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৮)।

———, *আল-মাদখাল ফি আত-তারিফি বিল-ফিকহ আল-ইসলামি*, (বৈরুত, দার আন-নাহদাহ আল-আরাবিয়্যাহ, ১৯৬৯)।

শেরওয়ানি, মাওলানা মুহাম্মাদ মাসিহুল্লাহ খান, *তাকলিদ এন্ড ইজতিহাদ*, (পোর্ট এলিজাবেথ, দক্ষিণ আফ্রিকা: দ্যা মাজলিস, ১৯৮০)।

সাবিক, আস-সাইয়িদ, *ফিকহ আস-সুন্নাহ*, (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-আরাবি, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৭)।

স্ট্রযিযেওস্কা, বোযিনা গাজানি, *তারিখ তাশরি আল-ইসলামি*, (বৈরুত: লেবানন: দার আল-আফাক আল-জাদিদাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮০)।

হাস্‌সান, হাস্‌সান ইবরাহিম, ইসলাম: *এ রিলিজিয়াস পলিটিকাল, স্যোশাল এন্ড ইকোনোমিক স্টাডি*, (ইরাক: ইউনিভার্সিটি অব বাগদাদ প্রেস, ১৯৬৭)।